যায়যায়দিন

তারিখ 21 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ড্যাফোডিল ইন্টার-ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কনটেস্ট অনুষ্ঠিত

যায়যায়দি রিপোর্ট

সকালের বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রোগ্রামাররা জড়ো হয়েছিল ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) মূল ক্যাম্পাসে। সকাল ৮টা বাজতেই শুরু হয়ে যায় কমপিউটার প্রোগ্রামিং কনটেস্ট। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এবারের প্রোগ্রামিং কনটেস্টে অংশ নিয়েছিল সরকারি-বেসরকারি ২৪টি ইউনিভার্সিটি, তিনটি ইন্সটিটিউট ও বাংলাদেশ ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াডসহ মোট ২৮টি প্রতিষ্ঠানের ৬৩টি দল। সাড়ে পাচ ঘণ্টাব্যাপী এ প্রোগ্রামিং কনটেস্টে প্রতিযোগীদের নয়টি সমস্যার সমাধান করতে দেয়া হয়।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রোগ্রামারদের প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধানও বাড়তে থাকে সমান গতিতে। কিন্তু এ সময় বাগড়া বসায় ইলেকট্রিসিটি। মিনিট বিশেক বিদ্যুৎ না থাকায় ভোগান্তিতে পড়তে হয় প্রোগ্রামারদের। তারপরও সবকিছু মিলিয়ে প্রোগ্রামিং কনটেস্টের সামগ্রিক আয়োজন ভালোভাবেই শেষ হয়েছে। প্রতিযোগীদের সব উৎকণ্ঠা ছাপিয়ে বিকাল সাড়ে ৪টায় শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিআইইউর চেয়ারম্যান সবুর খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. তারেক সামসুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিআইইউর ভিসি প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন ডিআইইউর প্রো-ভিসি এম শাহজাহান মিনা, ড. এম লুৎফর রহমান, প্রোগ্রামিং কনটেস্টের কারিগরি কমিটির প্রধান ড. কায়কোবাদ, বিচারক কমিটির প্রধান ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল।

প্রতিযোগীদের সঙ্গে বিচারক কমিটির প্রধান ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

কনটেস্টে যে প্রবলেমগুলো সল্ভ করতে দেয়া হয় সেগুলোর ওপর আলোচনা করেন এসিএম প্রোগ্রামিং কনটেস্টের বিচারক ও সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শাহরিয়ার মঞ্জুর। কনটেস্টে মোট নয়টি প্রশ্নের মধ্যে সর্বোচ্চ পাচটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজির (বুয়েট) ব্ল্যাক হ্যাটস গ্রুপ। চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জন করে যথাক্রমে বুয়েট এসটেরিক্স, বুয়েট জাজ ক্র্যাশারস এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির গ্রিফিনডর। গতবারের প্রোগ্রামিং কনটেস্টে প্রথম স্থান দখল না করার কষ্ট এবার ভালোভাবেই পুষিয়ে নিয়েছে বুয়েটের এবারের দলগুলো। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. তারেক সামসুল ইসলাম তরুণ প্রোগ্রামারদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নাম আরো উজ্জ্বল হবে এ রকম আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

একটু আক্ষেপের সুরে ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আমাদের দেশের খেলাধুলা কিংবা অন্যান্য বিষয়ে স্পন্সরদের যে আগ্রাসী ভূমিকা দেখা যায়, প্রোগ্রামিং কিংবা প্রোগ্রামারদের ব্যাপারে তারা ততোটাই উন্নাসিক। তাই এসব মেধাবিকাশের কাজে স্পন্সরদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রোগ্রামিং কনটেস্টে বিজয়ী বুয়েট ব্ল্যাক হ্যাটস দলের কোচ এস এম হাসিবুল হক বলেন, আমরা আমাদের দল নিয়ে খুবই আশাবাদী ছিলাম। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও নিয়েছিলাম আমরা। দলের পারফরম্যান্সে আমরা সন্তুষ্ট।